ভোরের কাগজ

তারিখ ... NOV ...
পৃষ্ঠা ২ কলাম ৮

সিলেট ক্যাডেট কলেজ বন্ধ ঘোষণা

অভিযুক্ত মেজর ও হাবিলদার বরখাস্ত

দুর্ঘটনা সম্পর্কে পরস্পরবিরোধী তথ্য, দুটি তদন্ত কমিটি

ইখতিয়ার উদ্দিন, সিলেট থেকে : রোলার চাপায় দু ক্যাডেটের মর্মান্তিক মৃত্যুর পর গতকাল থেকে সিলেট ক্যাডেট কলেজ অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। কর্তৃপক্ষ ঘটনার জন্য অভিযুক্ত এ্যাডজুটেন্ট মেজর মঞ্জুর ও হাবিলদার এনামকে বরখাস্ত করেছে। এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনা তদন্তের জন্য গঠিত পৃথক দুটি কমিটি ইতিমধ্যে কাজ শুরু করে দিয়েছে বলে সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে।

বৃহস্পতিবার ভোরে একটি হাতে টানা রোলার টানতে গিয়ে সিলেট ক্যাডেট কলেজের সপ্তম শ্রেণীর ছাত্র ক্যাডেট রেজাউদ্দিন আহমেদ শাওন ও ক্যাডেট সাইমন ইকবাল নেভি রোলার চাপা পড়ে মারা যায়। এ মৃত্যুর ঘটনায় পরস্পরবিরোধী বক্তব্য পাওয়া যায়। একটি সূত্র বলেছে, ক্যাডেটরা রোজকার মতো কলেজের খেলার মাঠে অনুশীলনকালে মেজর মঞ্জুরের নির্দেশে হাবিলদার এনাম সপ্তম শ্রেণীর ক্যাডেটদের একটি রশি দিয়ে বাঁধা রোলার টানতে বাধ্য করেন। ক্যাডেটরা এতে আপত্তি জানালে হাবিলদার এনাম তাদের শাস্তির ভয় দেখান। এরপর ক্যাডেটরা শাস্তির ভয়ে দ্রুত রোলার টানতে থাকলে শিশির ভেজা ঘাসে পা পিছলে শাওন ও নেভি মাটিতে পড়ে যায় এবং রোলার তাদের চাপা দেয়।

অন্য একটি সূত্র বলেছে, ক্যাডেট শাওন রোলার টানতে অস্বীকৃতি জানালে হাবিলদার এনাম তাকে লাথি মারেন। সে অসুস্থ ছিল। পায়ে ব্যথা সত্ত্বেও আগের দিন তাকে কলেজের চিকিৎসা কেন্দ্র থেকে ডিসচার্জ করা হয়। লাথি খেয়ে অসুস্থ শরীরে রোলার টানতে গিয়ে সে টাল সামলাতে না পেরে পড়ে যায়। ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও সহপাঠীকে ধরতে গিয়ে ইকবালও পড়ে যায়। এ দুজন কলেজের তিতুমীর হাউসে

● এরপর-পৃষ্ঠা ২ কলাম ৫

সিলেট ক্যাডেট কলেজ বন্ধ ঘোষণা

● প্রথম পাতার পর

(ছাত্রাবাস) পাশাপাশি কক্ষে থাকতো।

অপরদিকে কলেজের ভাইস প্রিন্সিপাল সৈয়দ রফিকুল হোসেন একটি জাতীয় দৈনিককে 'ছেলেরা খেলাধুলা শেষে রোলার টানাটানি করতে গিয়ে দুর্ঘটনা ঘটায়' বলে যে বক্তব্য দিয়েছেন কলেজের দায়িত্বশীল সূত্র তা সমর্থন করেনি। এটি 'তার ব্যক্তিগত অভিমত' বলে আখ্যায়িত করে সূত্র জানায়, তদন্তে প্রকৃত ঘটনা বেরিয়ে আসবে। তবে ক্যাডেটদের দিয়ে যে রোলার টানানো হয়েছিল তা সঠিক। গত ৪ দিন ধরে এভাবেই মাঠ সমতল করার কাজ চলছিল।

এদিকে, উদ্ভূত পরিস্থিতিতে বৃহস্পতিবার রাতেই কর্তৃপক্ষ কলেজ অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণার সিদ্ধান্ত নেয়। এর পরিপ্রেক্ষিতে গতকালই কর্তৃপক্ষের তত্ত্বাবধানে অধিকাংশ ক্যাডেট নিজ নিজ বাড়িতে চলে গেছে। নিয়মিত ট্রেন ছাড়াও ভাড়া করা দুটি বাসে ক্যাডেটদের পাঠাবার ব্যবস্থা করা হয়। ১৭ জন ক্যাডেট এখনো ক্যাম্পাসে রয়ে গেছে। আজ তাদেরও পাঠাবার ব্যবস্থা করা হবে। তাছাড়া, বৃহস্পতিবার ঘটনার খবর পেয়ে যে সব অভিবাবক ছুটে এসেছিলেন তারা ঐদিনই তাদের সন্তানদের নিয়ে যান।

একটি সূত্র জানায়, দু সহপাঠীর মর্মান্তিক মৃত্যুর ঘটনায় প্রথমে ক্যাডেটরা মারাত্মক ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। সূর্যাস্তের পর এ ক্ষোভ আতঙ্কে রূপ নেয়। অধিকাংশ ক্যাডেট রাতে ঘুমাতে পারেনি। যারা ঘুমিয়ে ছিল তাদের কেউ কেউ দুঃস্বপ্ন দেখে চিৎকার দিয়ে জেগে ওঠে। এ অবস্থায় চলমান পরীক্ষা অসমাপ্ত রেখেই কর্তৃপক্ষ ক্যাডেটদের নিজ নিজ মা-বাবার কাছে পাঠিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়।

এদিকে, বৃহস্পতিবারের মর্মান্তিক দুর্ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে সেনাসদর দপ্তরের নির্দেশে জালালাবাদ ক্যান্টনমেন্টের স্টেশন কমান্ডার ব্রিগেডিয়ার মইন ইউ আহমদ একই ক্যান্টনমেন্টের কর্নেল ফারুককে প্রধান করে তিন সদস্যবিশিষ্ট একটি তদন্ত আদালত গঠন করেছেন। তাছাড়া, সিলেট ক্যাডেট কলেজের ভাইস প্রিন্সিপাল সৈয়দ রফিকুল হোসেনকে প্রধান করে আরেকটি অভ্যন্তরীণ তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটি দুটোকে যতো দ্রুত সম্ভব রিপোর্ট প্রদানের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

এদিকে, আইএসপিআর-এর এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, ঘটনার পর পরই বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর এ্যাডজুটেন্ট জেনারেল এবং ক্যাডেট কলেজসমূহের পরিচালনা পরিষদের সভাপতি মেজর জেনারেল মুহম্মদ মাসুদুর রহমান বীরপ্রতীক সিলেট ক্যাডেট কলেজে যান এবং স্থানীয়ভাবে প্রাথমিক তদন্ত করেন। কি পরিস্থিতিতে এ মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটেছে তা তদন্তের জন্য একটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন তদন্ত আদালত গঠন করা হয়েছে। ভবিষ্যতে এরূপ দুর্ঘটনা যেন আর না ঘটে সে বিষয়ে গ্রহণযোগ্য পদক্ষেপ সম্পর্কেও এ কমিটি সুপারিশ করবে।